প্রসঙ্গ সিনেমা

অরূপ রতন ঘোষ

সবচেয়ে কম সম্ভাবনাময় সম্ভাবনার একগুচ্ছ ছবির মিলন

ছবি ঃ

অন্ধকার রাস্তায় হঠাৎ মোটরবাইকের তীব্র আলো। একটি মেয়ে ছিটকে সরে যায়। সালোয়ারের ওড়না দিয়ে ঠোঁট ঘষে নেয় খুব দ্রুত। পাশেই সাইকেল নিয়ে দাঁড়ানো যুবক বাইকের আলোর ফের মুছে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে। ওরা এখন সতর্কিত থাকবে — কখন আবার আলোকিত হবে রাস্তা — Probability কত? উত্তর না পেলে পর্দা সাধারণত অন্ধকার থাকে। কিন্তু তিনি বুনুয়েল। পানের পর কাঁচের গ্লাসটি যদি কাজের লোকের জন্য রেখে দেওয়া যায়, তাহলে তিনি ভেঙে ফেলবেন। সুতরাং আমাদের স্বাভাবিক ধারণা যা কিছু least possible তাদেরই probability যদি অকস্মাৎ বেড়ে যায় তাহলে যে 'হঠাৎ পৃথিবী'-র উদ্ভব হবে তাকেই পর্দায় ধরে ফেলা যাক।

কিন্তু বুনুয়েলকে আমি স্বীকার করি না। এক মুহূর্তের জন্যও তাঁকে প্রশ্রয় দেওয়া বা আশ্রয় করা মানেই আমি প্ররোচিত হব আত্মহত্যা করতে। আর যেহেতু এই লেখাটা এখনো শেষ হয়নি তাই সেটা করা অসম্ভব।

বুনুয়েল নিষ্ঠুর, বুনুয়েল কুৎসিতভাবে পৃথিবীকে দেখতে পান এবং চান, বুনুয়েল আসলে অ্যান্টি-বুর্জোয়া, বুনুয়েল মানে আসলে একটা ..... একটা ব্যাপার.....।

অনেক কিছুই শোনা যায়।

আমি বলছি, বুনুয়েল অর্থাৎ সিনেমা পরিচালক বুনুয়েল একজন পলায়ন প্রবণ একশো বছরের বুড়ো, অপার্থিব হিপোত্রিট। যিনি পর্দায় খড়গ হাতে ঘুরে বেড়ান আর বাইরে একটা মাছিও মারতে সংকোচ বোধ করেন।

পার্থিব হিপোত্রিটেরা ঃ উদাহরণ ১ থেকে ৩ ঃ—

উদাহরণ ১ ঃ আরে ঋত্বিক রোশনের ঐ সিনেমাটার নাম যেন কী? আরে বল্ না! ঐ যে কী যেন, 'কহো না.....'

— কহো না পেয়ার হ্যায়?

— হ্যাঁ, ঐরকমই কিছু একটা।

সারা ভারত যখন ঋত্বিক রোশনকে চিনে গেছে, তখন নন্দন চত্বরে দাঁড়িয়ে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিল্ম স্টাডিজের একটি ছেলে জনপ্রিয় সিনেমাটির নাম দক্ষতার সঙ্গে ভুলে যায়। এই সময় কলকাতায় ষষ্ঠ চলচ্চিত্র উৎসব চলছিল।

উদাহরণ ২ ঃ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির স্নাতকোত্তর স্তরের ছেলেমেয়েরা প্রচুর হাসছে একটি ছেলেকে নিয়ে। ছেলেটি গতকাল একটি মেয়েকে প্রপোজ করেছিল। মেয়েটি 'না' করে দেয়। ছেলেটি প্রথমে তার মানিব্যাগ এবং তারপরই বই খাতা সমেত তার ঝোলাটি নীচে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। ছেলেটিকে জিজ্ঞেস করা হয় — তুই এটা করলি কেন?

— আমার খুব রাগ হয়েছে, তাই।

ফলে হাসাহাসি। হাসতে হাসতে এক একটি করে পেপার, এক একটি করে ইয়ার ক্লিয়ার হয়ে যায়।

উদাহরণ ৩ ঃ বরানগরের নিকটবর্তী একটি বে-আইনি পানশালা। একজন মধ্যবয়স্ক ব্যক্তি বলেন — মশাই, আমাকে ব

াংলা খেতে হচ্ছে কেন জানেন?
— কেন?
— আজ দুপুরে কনট্রাক্ট পেতে আমাকে ৭৫০ সরবরাহ করতে হয়েছে। ইংলিশ মাল।
— আপনি কি করেন?
— রবীন্দ্র সংগীত গাই।
— একটা শোনাবেন নাকি?
— অব্বিাস করছেন—
এইসব কিছু হতেও পারত, নাও হতে পারত ঃ
সুতরাং এরা জন্মাতে পারে, ভুলে যেতে পারে, হাসতে পারে, ঘুষ দিতে পারে, রেগে যেতে পারে।
আবার, এরা নাও জন্মাতে পারতো, নাও মরতে পারতো। ভোলা নেই, হাসি নেই, ঘুষ নেই, রাগ নেই .....
বুনুয়েল হিসাব কষছেন সম্ভাবনার। এবং বোধহয় দ্বিতীয় সম্ভাবনাটিকেই বেছে নিচ্ছেন বারবার। হিপোক্রিট পৃথিবীর ব াইরে যে নতুন দ্বিচারিতার পদক্ষেপ শু হতে পারে তাকে সৃষ্টি কিংবা ধবংস করবেন তিনি।
ছবি খ ঃ
কিন্তু বুনুয়েল পালাবেন কোথায়?
তাই জাঁ পল সাঁর্ত্রে নোবেল পুরস্কার ফিরিয়ে দেবার পর প্রথম যে উল্লাসধবনি শোনা যায় তা ছিল লুই বুনুয়েলের। বুনুয়েল বলতে পারেন যে তিনি অবশ্যই একটা নোবেল কিংবা অস্কার পেতে আগ্রহী, কিন্তু সেটা কেবলমাত্র প্রত্যাখ্যানের জন্যই।
তাহলে এই refusal-ই কি বুনুয়েলের প্রথম ও শেষ কথা?
তাহলে তিনি 'বেল দ্যা জ্যুর'-এ কেন কষাঘাত করেন নায়িকার পিঠে? যে স্বপ্নময়তা অথবা অবচেতনাশ্রিত উড়ানে নিজে সারাজীবন চড়ে বেড়ালেন সেই উড়ানে উঠতে নিজের ছবির নায়িকাকে প্রতিরোধ করা কেন? তাহলে স্বপ্নবাস্তবতা কী কেবল পুষদের জন্য!বুনুয়েল কি স্ত্রী-বিরোধী?
ইয়েস। ইয়েস। ইয়েস। কারণ নারীরাই পুষদের refuse করে। ইয়েস। অর্থনীতি বিভাগে এটাই ঘটেছিল।
কিন্তু 'ফ্যান্টম অব লিবার্টি'তে (১৯৭৪) ঐ নারীর হাতেই তো চাবুক। এবং তা পড়ছে একজন বলিষ্ঠ পুষের পশ্চাদদেশে। ইয়েস। পুষরাই তো ঘুষ দেয়। বুনুয়েল কি পুষ-বিদ্বেষী?

ঝড়ে যায় উড়ে যায় গো ..... ঃ
'নাজারিন' (১৯৫৮) আমার দুর্ভাগ্যবশতঃ এখনো দেখা হয়ে ওঠেনি। 'দ্য গোল্ডেন এজ'-এর কথা আমি বলব। এই পৃথিবীর যা কিছু সততা শেষ পর্যন্ত টিকে থাকে তাকে অপসৃয়মান স্বনির্মিত পৃথিবীতে একই সঙ্গে বুনুয়েল দেখান, যাবতীয় অসততার অবস্তুনিষ্ঠ দৃশ্য গঠনের পাশাপাশি। অর্থনীতির ছাত্রটি রেগে গিয়ে মানিব্যাগ সমেত বইখাতা ছুঁড়ে ফেলেছিল। এটা যদি বাস্তব হয় তাহলে অবচেতনায় নির্ঘাৎ ঐ ছেলেটি 'দ্য গোল্ডেন এজ'-এর নায়কের মতো প্রেমিকের প্রত্যাখ্যান বিন্দুতে পৌঁছে বাড়ি ফিরে এসে জানালা দিয়ে একটা আস্ত জিরাফ বের করে দিতে পারতো।
আমি নিশ্চিৎ, বুনুয়েল, তাহলে অর্থনীতি বিভাগে হাসাহাসি হতো না একদমই। বরং নন্দন (দুই) থেকে বেরোনো দর্শকের মতোই গোমড়া হয়ে যেত তাদের মুখ। ঔজ্জ্বল্য হারানো বিকেলে ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসে বসে একটি মেয়ে খুব হাস্কি কণ্ঠে তার পুষসঙ্গীকে জিজ্ঞেস করতো — 'ব্যাপারটা কিছু বুঝলি?' প্রসঙ্গত্রমে বলে ফেলা যাক, এই ছবিটি ১৯৩০ সালে তোলা একটি নির্বাক কাহিনীচিত্র। দৈর্ঘ্য ছিল ৬৩ মিনিট।
ওফ্! যীশুখ্রীষ্টকে সামনে রেখে মদ্যপান এবং জুয়া খেলা হচ্ছে। আসলে এটি একটি প্রার্থনা সভা। যাকে বুনুয়েল ভেবে নেন একটি আদর্শ স্থল যেখানে প্রভুর কাছে প্রিয়জনের স্বাস্থ্য ফিরিয়ে দেবার অনুরোধ জানানো যেতে পারে।
বুনুয়েল সেই সম্ভাবনাটিকেই গ্রহণ করে নেন যেখানে ডাইনিং টেবিল প্রকৃত অর্থে সম্মিলিত ভাবে, ভোজন নয়, মলত্যাগ করার জায়গা। আর প্রস্রাবগার হল খাদ্যগ্রহণের সঠিক জায়গা এবং একটা সময়ে একজন মানুষই ঐ প্রস্রাবগারে খ

াদ্যগ্রহণ করতে পারেন। আবার একজন খুনীর হাতের শিকল খুলে নেওয়া হয়, যখনই সে মৃত্যুদন্ডেদন্ডিত হয়।
বুনুয়েল আপনি সব গুলিয়ে দিচ্ছেন। অল দিজ আর অ্যাবসোলিউটলি মিনিংলেস!
স্বাধীনতার (?) উপরে যে চাতুর্যময় কালো পর্দাগুলির অস্তিত্ব রয়েছে মোলায়েম টানে সেগুলি একের পর এক উড়িয়ে দিল 'ফ্যান্টম অব লিবার্টি'!
আজ থেকে প্রায় ৭৩ বছর আগে ১৯২৭ সালে তৈরী (নির্বাক) সালভাদোর দালির চিত্রনাট্য বা অভিনয় সমৃদ্ধ বুনুয়েল প্রথম ছবি 'আন্দালুসিয়ান ডগ'-ই হোক বা পরিণত বয়সের 'ভিরিদিয়ানা' (১৯৬১) — ধারালো ক্ষুর দিয়ে একটি মেয়ের চোখের মণি উপড়ে ফেলাই হোক বা মানবতার শেষ নৈশভোজে সমস্ত কিছু পেয়ে যাবার প্রবল আকাঙ্খার দৃশ্যায়ণ — এই সবই আসলে শান্ত মস্তিষ্কের কাজ।
আপনি একজন খুনী, আপনাকে গ্রেপ্তার করা হোক, বুনুয়েল। এই সব স্বপ্ন প্রদর্শন বন্ধ হোক। উলঙ্গতার থেকে রক্ষা পেয়ে আরো জয়ধবনি উঠুক মানব সমাজের প্রথম আপেল ভক্ষণের নামে।

শেষ দৃশ্য ঃ আত্মদর্শন ঃ
আমি সেই দিনটির জন্য অপেক্ষা করে আছি, যেদিন আমি সহজেই ভুলে যাবো বারো ক্লাসে কলেজ কেটে 'রঙ্গিলা' দেখতে গিয়ে আমার পিঠে পুলিশের ডান্ডা পড়েছিল। হয়তো সেদিন আমি আপনাকে ভালো বলতে পারবো। বলতে পারবো, বুনুয়েল দাণ, কারণ — বুনুয়েল অ্যান্টি বুর্জোয়া, বুনুয়েল নিষ্ঠুরতার মধ্যে দিয়ে ভালোবাসার চিত্রায়ণ করেন। বুনুয়েল দাণ .....কারণ — বুনুয়েল একজন ..... ইয়ে ..... একটা দাণ ব্যাপার.....
কিন্তু আপাতত আপনাকে আমি স্বীকার করছি না। এর কারণ, এটা নয় আপনার ছবি দেখতে বসে আমার গা গোলায়। এর কারণ, হিপোক্রিটদের বিদ্ধে আমার যে Slang dictionary -গুলির সন্ধান জানা আছে, আপনার ছবি দেখতে দেখতে তাদের পাতাগুলি একে একে পুড়ে যেতে থাকে।

সৃষ্টিসন্ধান
Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com